



Rocketry : The Nambi Effect review . P4

Semester end Edition
27 JUNE 2022

Anek movie review P4

IN BRIEF

COVID UPDATE

IN INDIA

CONFIRMED : 11,499

DEATH : 255

VACCINATED : 6,534,090

WEST BENGAL

CONFIRMED : 260

DEATH : 4

VACCINATED : 713,204

কলেজ : জীবনের পথে আরেক ধাপ

মৌসুমী দাস

কলেজ, পড়াশোনা, সিলেবাস, পরীক্ষা এসবের মধ্যে একটুকরো সূর্যের রশ্মির মতো খুশির আলো নিয়ে আসে ফ্রেজার্স, কলেজ ফেস্ট, ফেয়ারগুয়েল। এ যেন এক অন্যরকম উৎসব।

দীর্ঘ ২ বছর লকডাউনে ঘরে বসে বারবার মনে হয়েছিল এভাবেই কি কেটে যাবে আমাদের কলেজ জীবন? ছোটো থেকে কলেজের সিঁদিলি দাদাদের কাছ থেকে যখন স্নাতকমাসের কলেজ জীবনের কথা তখন থেকেই মনে মনে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। P2

বিশ্বের শেষ ২ বছর - ব্রেইনওয়ার ইউনিভার্সিটি

লুসী যোষাল

যাত্রাটা শেষ হল। হাসি-ছন্দোচ্ছ্বাস-সুখ-দুঃখে কেটে গেল ২ টো বছর। ব্রেইনওয়ার ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার অফ মিডিয়া সায়েন্স আন্ড জার্নালিজম নিয়ে যেদিন যাত্রাটা শুরু করেছিলাম, দিনটা ছিল 16.09.2020। শুরু হয়েছিল অনলাইন ক্লাস দিয়ে, যদিও তার কিছুই জানতাম না। এই কারণে প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসটা করতে পারিনি। P2

Weather Forecast

SUNNY

Kolkata, West Bengal

SATURDAY
Sunny

Temperature - 31°C
Precipitation - 20%
Humidity - 80%
Wind - 5 km/h

Model UN: A rip-roaring taste at Brainware varsity

Subham Chatterjee

How would it be if you happen to be the representative of a particular country and discuss at length about a global issue for one day?

I am sure you would have been on cloud nine. This is exactly what the students of Brainware University witnessed during the Model United Nations competition at Anandadhara-2k22, the annual fest of the University held at Seminar Hall, Building-III of the campus.

Model United Nations is a based on the format of the United Nations General Assembly where the discussions take place on a particular international topic. The competition is one such where students for the first time got the opportunity to witness a sort of international-level brain-storming event on the campus.

The theme for the competition was "Sustainable Development" and as many as 11 countries participated in the competition where each country consisted of two students. This was the maiden competition at the campus. The students who participated in this event were excited and nervous at the same time. The enthusiasm and the arguments put forth by them shows the dedication, hard work and the efforts given by them to be an active participant in the event.

The event was judged by Shatabdi Som, head of the department of Media Science and Journalism and Sriparna Guha, assistant professor in the department of Management Studies. The convener of

the event was Anandita Das, head of the English and Literary Studies department.

I was asked to be the General Secretary of the MUN. I was excited to be designated as the General Secretary but all my excitement transformed into hesitation when I came to know I would have to share the dais with the respected judges! Well, that was where I was made to sit to conduct the proceedings of the house in a smooth manner so that after a healthy debate, counter and cross-counter questions, we all arrived at a solution.

The participants representing Canada emerged winners of the event while the participants of Russia were adjudged the runners-up.

I wish such competitions are taken up frequently by the University as it provides the students with a platform to not only showcase their skills, but also to improve their research and analytical thinking coupled with improvement in the speaking skills!

Subham is now a student of LLM 1st Semester, Dept. of Law



The judges



Subham Chatterjee

প্রথম কলেজ ফেস্ট

তপজা বিশ্বাস

স্কুল জীবন শেষ... শুরু হলো কলেজ জীবনের পথচলা... কিছু দিন কলেজ করার পর... সংবাদ পেলাম যে আমাদের কলেজ ফেস্ট হবে...যার নাম আনন্দধারা 2k22... এক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়লো কলেজ ক্যাম্পাসে...কে কোন ইভেন্ট এ নাম দেবে তার প্রস্তুতি নিয়ে সবার মধ্যে একটা সাড়া পরে গেলো... কলেজ ফেস্টের আয়োজন ছিল চারদিনের...এই চারদিনে অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে অনেক কিছু জানতে ও পেরেছি...নতুন অনেক ইভেন্ট দেখতে ও পেরেছি...আর তার সঙ্গে সাজগোজ তো ছিলই... বন্ধুদের সাথে হাসি ঠাট্টা মজা বেশ জমে উঠেছিল...

প্রথম ও দ্বিতীয় দিন শুধুমাত্র দর্শকের আসন থেকেই উপভোগ করেছিলাম অনুষ্ঠানকে... তৃতীয় দিন ছিল নাচ ও ফ্যাশন শো। আমি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ

করেছিলাম নাচ এবং ফ্যাশন শো তে...সে এক আলাদাই অনুভূতি! দর্শকদের প্রতিক্রিয়া আমি মঞ্চ থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম.. তাদের করতালিতে ভরে উঠেছিল অডিটোরিয়াম...সে এক অন্য রকম ভালোলাগার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল...ওই দিন আরো অনেক ইভেন্ট ছিল যেহেতু আমি পারফর্মার ছিলাম ওই ইভেন্টগুলো দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি... কিন্তু সহপাঠীদের কাছ থেকে শুনেছিলাম ওই সমস্ত ইভেন্টগুলোও অভ্যন্তরীণ ছিল।

চতুর্থ দিনের অনুষ্ঠান ছিল কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে মধ্যমগ্রাম ডি এন এস গ্রে গ্রাউন্ডে। ওইদিন ফকিরা এবং ট্রীপ ব্যান্ডের পারফরমেন্স ছিল ব্যান্ডের তালে মনে জেগে উঠলো আনন্দের জোয়ার, সেই জোয়ারে ভেসে গিয়েছিলাম আমাদের বন্ধুরা! কখন জানিনা নিজের অজান্তেই ব্যান্ডের গানের ছন্দে নেচে উঠেছিলাম। নিজেকে সামলে রাখা

বড় কাঠন ছিল! বেশ আনন্দমুগ্ধ হয়ে উঠেছিল পরিবেশ। মন বলে উঠলো...আহা! কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...!!! মনের মণিকোঠায় প্রথম কলেজ ফেস্ট চিরকাল আমার জীবনে ভাষ্য হয়ে থাকবে...।।



তপজা বিশ্বাস



Students at the fest

শেষ মুহূর্তে স্বপ্নভঙ্গ

সুপ্রভা রায়

টানা ২ বছর অপেক্ষার পর ব্রেইনওয়ারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আনন্দধারা মানে ইউনিভার্সিটির আনন্দধারা ফেস্ট। অনুষ্ঠিত অনেকরকম ইভেন্ট এর মধ্যে একটি ছিল আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২২ শে মে সকাল ১০ টা থেকে ইউনিভার্সিটি হোস্টেল গ্রাউন্ড এ। যাতে অংশগ্রহণ করেছিল ব্রেইনওয়ার ইউনিভার্সিটির পাশাপাশি আরও ৭ টি কলেজ।

প্রথম খেলায় সুপ্রভা রায় এবং প্রহ্লাদ সাও এর করা গোলে এম.বি. এ ইনস্টিটিউট কে ২ - ০ গোলে পরাজিত করে ব্রেইনওয়ার ইউনিভার্সিটি। সেমি ফাইনালে টিক একই দক্ষতায় কে.এন.জি কে ৩ - ০ গোলে পরাজিত করে ফাইনালে নিজদের নাম পাকা করে নেন ব্রেইনওয়ার এর খেলোয়াড়রা। সেমি ফাইনালে ব্রেইনওয়ারের হয়ে গোল করে সুপ্রভা রায়, অজিত ক্রিস্টি ও প্রহ্লাদ সাও। অপর দিকে ফাইনালের আরেকটি দল বিরাটা মুর্গালিনী দল মহাবিদ্যাপীঠ প্রথম খেলায় টেকনো ইন্ডিয়াকে ট্রাই বেকার এ হারিয়ে সেমি ফাইনালে জয়গা পাকা করেন মুর্গালিনী দল মহাবিদ্যাপীঠ। টিক একইভাবে সেমিফাইনালে এইচআইটি কে ট্রাইবেকারে হারিয়ে ফাইনালে নাম লেখান বিরাটা মুর্গালিনী

দল মহাবিদ্যাপীঠের খেলোয়াড়রা। এরপর টানাটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে শুরু হয়ে আনন্দধারা ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ প্রথমধর্ম বিরাটা মুর্গালিনী দলকে তুলল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিলেও দ্বিতীয়ধর্মে পাপাই দল এর করা গোলে এগিয়ে যায় মুর্গালিনী দল মহাবিদ্যাপীঠ। পরে অনেক চেষ্টা করলেও শেষ অর্পদি সমতায় ফিরতে পারেনি ব্রেইনওয়ার। শেষ অর্পডি খেলার ফলাফল দাঁড়ায় ২-০ এবং শেষ পর্যন্ত বিরাটা মুর্গালিনী দল মহাবিদ্যাপীঠ হয়ে ওঠে আনন্দধারা ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ী দল।

খেলার শেষ বাজতে খুশির জোয়ারে ভেসে যায় মুর্গালিনী দলের খেলোয়াড়রা। অপর দিকে বিবাহে

ভেঙে পরে ব্রেইনওয়ার এর খেলোয়াড় ও সমর্থকেরা। ফাইনাল ম্যাচ প্রসঙ্গে ব্রেইনওয়ার এর দল অধিনায়ক অর্পব বর্মন কে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন তিনি বলেন - "আমরা পুরো টুর্নামেন্ট ভালো খেলেছি ফাইনাল ম্যাচ এও খুব ভালো ভাবে খেলেছি দল কিন্তু একটা জায়গায় এসে আমরা ভুল কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি এবং নিজদের ফোকাস হারিয়ে ফেলি তার ফল আমরা পেয়েছি। পরবর্তী খেলা গুলোতে আমরা আমাদের খেলার মান উন্নত করার চেষ্টা করবো" এইভাবে ভালো লাগা খারাপ লাগার মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি ঘটে আনন্দধারা ইন্টার কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের।



Brainware University football team

The Wow Factor taught a unique lesson

Tiyasa Neogy

For the past four days from the 21st to the 24th, the annual event has been organized at our college or Brain War University. Where lots of talent competitions are organized for the students. Everything from beat boxing to football, stand up comedy to face painting However, another interesting competition is organized

which is very much preferred by every student. That is Mr and Mrs BRAIN WARE UNIVERSITY. Although the name of the event was the wow factor A total of 16 people took part after the adduction I was also the 6no contestant there. Each contestant ramp walks with great joy and energy and then clears a few more rounds.

At last Mr and

Mrs were selected for BRAIN WARE UNIVERSITY. I was representing my department media science and journalism there. Personally, the last time I would say that the audience cheered a lot. And they are really energetic. Personally,

I would say that when I get up on stage, everyone supports me and cheer ups. This is a great place to love. When

I left the hall at the end of the event, a lot of college students complimented me and studied me well. I am very lucky to be a part of this event, and many people know that my stage name is shine. I went to win the hearts of everyone I think if you can win the hearts of you somewhere you can win the game / events. After that you don't need no more Mr or Mrs crowns.



Participants in the Wow Factor competition

FACE-PAINTING AND STREET PLAY CONTESTS



WINNER OF THE Face painting contest :

Diya Mistry

WINNER OF THE Street play contest :

1. Chitra Kumbhakar
2. Annawasha Naskar
3. Sheuli Mondal
4. Anshdeep Kaur
5. Abhishek Chakraborty
6. Sandipta Ghosh
7. Priyantani Kashyapi



ফিরে দেখা ২ বছর - ব্রেইনওয়ার ইউনিভার্সিটি

লুসী ঘোষাল

যাত্রাটা শেষ হল। হাসি-ছন্দো-সুখ-দুঃখে কেটে গেল ২ টো বছর। ব্রেইনওয়ার ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স অফ মিডিয়া সায়েন্স অ্যান্ড জার্নালিজম নিয়ে যেদিন যাত্রাটা শুরু করেছিলাম, দিনটা ছিল ১৬.০৯.২০২০। শুরু হয়েছিল অনলাইন ক্লাস দিয়ে, যদিও তার কিছুই জানতাম না। এই কারণে প্রথম দিনের প্রথম ক্লাসটা করতে পারিনি। ইন্ড্রীল স্যার সবটা বুঝিয়ে দেওয়ার পরেও পারিনি। ক্লাস করতে না পেলে যখন প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম, হাল ধরেছিলেন অর্পণ স্যার। এরপর শুরু হয় ক্লাস। টেকনোলজি থেকে বিষয় ভিত্তিক পড়াশোনা, সবটাই নতুন ছিল আমার কাছে। একবার তো এটাও মনে হয়েছিল, আমি বোধহয় পারব না। কিন্তু কয়েকটা ক্লাস করার পর বুঝেছিলাম, আমার টিচাররাই আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবেন, তারা এতটাই দক্ষ। খুব মন দিয়ে ক্লাস করার সাথে সাথে ফাঁকিও দিয়েছি। আর ফাঁকি দেওয়ার জন্য স্যারদের বকুনীও জুটতে কপালে। কিন্তু

ওনারদের বকুনীতেও ভালোবাসা ছিল। কোনদিন আঘাত দিয়ে কথা বলতেন না। বকুনী দিচ্ছেন, পরক্ষণেই কাছে টেনে নিতেন। আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোত না। অর্পণ স্যার দায়িত্বের সঙ্গে স্বর নিয়ে কাজ করার আগ্রহ তৈরি করেছেন আমার মধ্যে। ফাইনাল সেমিস্টারের অডিও ড্রামা যখন শুরু হয়, কথকের দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে কোনদিন ভাবিনি আমি পারব। অর্পণ স্যার বলে দিয়েছিলেন, "আমি চাই, তুমি কর"। সঙ্গে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, "তুমিই পারবি"। সেই উৎসাহের ফসলে পোস্টমাস্টারের কথক আমি ই হয়ে উঠলাম। ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে বললে ভয়ে অস্থির হয়ে যেতাম। দায়িত্ব নিয়ে ইন্ড্রীল স্যার সেটাও করিয়েছিলেন। আমি পরবর্তীকালে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে প্রফেশনালি রিপোর্টিং করেছি, এক ডিজিটাল পোর্টালের হয়ে। স্যার সবসময় বলে এসেছেন, "তুমি ঠিক পারবে"। মনে আছে, সেবছর দুর্গাপূজার পর এইচ ও ডি স্যার চলে গেছিলেন কলেজ ছেড়ে। ওনার পরিবর্তে সুদীপ্ত ম্যাম

এসেছিলেন স্যারের বিষয়টা পড়ানোর জন্য। মনে তখন নানান প্রশ্ন, কেমন হবেন? স্যারের মতই নাকি অন্যরকম? উত্তরটা পেয়েছিলাম দুটো ক্লাসের পর। ম্যাম স্টুডেন্টদের নিজের সন্তান ছাড়া অন্য কিছু কখনও ভেবেছেন বলে আমাদের অন্তত এই দু বছরে মনে হয়নি। এরপর নতুন এইচ ও ডি হয়ে এলেন শতাব্দী ম্যাম। প্রথম

দিকে ভয় ভয় লাগলেও পরের দিকে তিনিও খুব কাছের বন্ধু হয়ে উঠলেন। কলেজ জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে পেলোম আরও এক শিক্ষিকা বন্ধুকে যিনি জেনিফার ম্যাম। তবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পাশাপাশি স্যার ম্যামদের প্রতি শ্রদ্ধাটো ছিল অটুট। আর ছোট ভাই বোনদের কথা না বললে তো লেখাটাই অসম্পূর্ণ থাকে যায়। অনেক ভালোবাসা

পেয়েছি ওদের থেকে। অর্পণ এক ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল ওরা। হাসি কান্নায় নাচে গানে শেষ করেছি ইউনিভার্সিটি এই সফরটা। সেদিন টিচারদের চোখও ঝাপসা হয়েছিল। এত ভালোবাসা পেয়ে আমি আশুভ। কলেজ জীবন শেষ করেও এখনও ক্যাম্পাসে পড়ে আমার মন। ঠিক যেন কবিগুরুর ছোট গল্পের মতো, 'শেষ হয়েও ইহল না শেষ'।



লুসী ঘোষাল

Cherished memories of the Media Science department

Subham Chatterjee

I disagree with Paulo Coelho when he says, "If you're brave enough to say goodbye, life will reward you with a new hello." Why I say this is because it was easy for me to say goodbye to the Media Science department and pursue my Masters in Law (LL.M.) till I started discerning what I am going to miss.

Procedural irregularity at my previous university gave me an opportunity to explore the nuances of Media Science at Brainware University. My brief stint with the department has left huge reverberations in the last seven months that I have grown and developed as a human being.

Brainware itself is an epitome of opportunities for the students to grow and illuminate and so is every department of the university. Every faculty member in the department has taught me life lessons, which were implicit and beyond syllabus - but these teachings are the vital takeaways from the department that I shall spare no effort throughout my life.

When it comes to faculty members, where do I start with to write about Ma'am Sudipta? It would not be mythological to say that she is her-

self an ocean of knowledge. I still remember the first day conversation that I had with Ma'am Sudipta at midnight via mail and I was excited to be in her class the next day itself. Her teaching is beyond one's wildest dream, so peerless and superlative that no one can match her. I look up to her as my idol and she shall be my idol always. I wish to be a professor, and touchwood, if I happen to be so, I shall try to adopt the way Ma'am Sudipta has taught us in the class.

At the same time though I have been into Ma'am Jennifer's class sporadically, but she has also left an impact on my mind. I wish I had the opportunity to attend Ma'am Shatabdi and Sir Indranil's class too! Sir Aramb's class was fascinating too. I would be a great blunder of me if I amiss to mention that the way the faculty members have inspired me have a sincere contribution to my burgeoning. Their positive words, encouragement and support have also given me the room to manoeuvre to represent my department in the inter-departmental competitions and bring laurel for the department.

Now that I have moved to the law department for my Masters, I shall miss them in the class, but whenever

er I shall get the opportunity, I shall definitely run to the faculty room to have a word with them. I sincerely bow my head down in the holy feet of the faculty members and seek their abundant blessings so that I can continue to do little of the work that I try to do.

How can I forget the very first evening when I was inducted into the department? Payal was the one who texted me first the very first. She has been kind enough to send me all the study materials that evening. We happened to participate together in the debate competition too and won a prize also! And this bond of friendship shall continue forever.

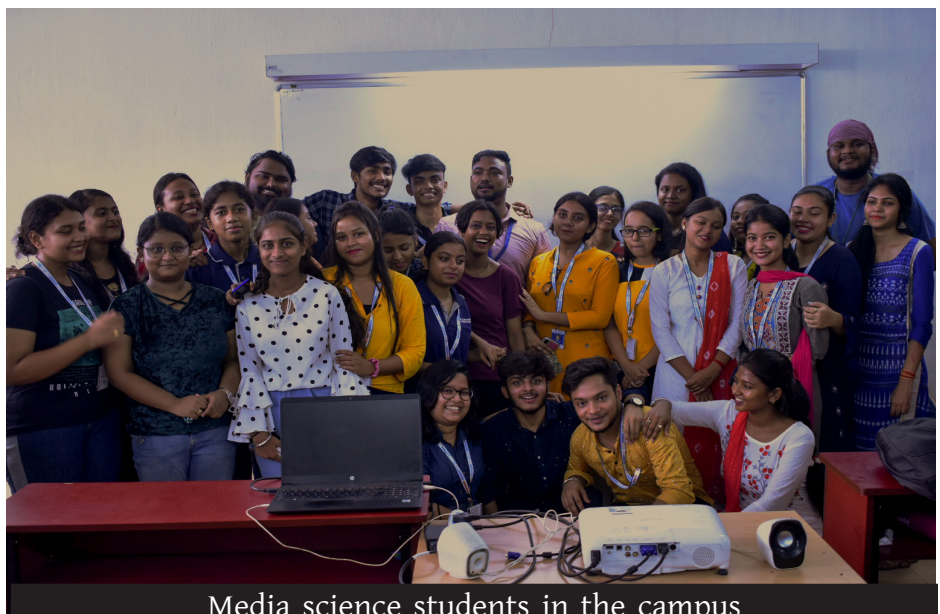
In my brief association with the department, I had a good bonding with Sheuli, Chitra, Asmita, Naincy and Aryadeb which I shall cherish forever and sincerely hope that we are in touch beyond the department, and the campus! You guys literally have made me survive in the department. I wish all the best to my batch mates. May they fulfil their dreams and prosper in their field.

No matter where we go, we shall stay in touch always. Until then, adieu Media Science department!

কলেজ: জীবনের পথে আরেক ধাপ

মৌসুমী দাস

কলেজ, পড়াশোনা, সিলেবাস, পরীক্ষা এসবের মধ্যে একটুকরো সূর্যের রশ্মির মতো খুশির আলো নিয়ে আসে ফ্রেসার্স, কলেজ ফেস্ট, ফেয়ারওয়েল। এ যেন এক অনারকম উৎসব। দীর্ঘ ২ বছর লকডাউনে ঘরে বসে বারবার মনে হয়েছিল এভাবেই কি কেটে যাবে আমাদের কলেজ জীবন? ছোট্টো থেকে কলেজের দিদি দাদাদের কাছ থেকে যখন শুনতাম তাদের কলেজ জীবনের কথা তখন থেকেই মনে মনে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম। তাই যখন আবার সবকিছু সাংক্ৰিক হতে শুরু করল, কলেজ খুলে গেল সেই স্বপ্ন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।



Media science students in the campus

গত একবছর কলেজ জীবন কেটেছে একেবারে রোলার কোস্টারের মতো। কোনো বলিউড সিনেমার কলেজ জীবনের থেকে কিছু কম ছিল না। আর এই গত একবছরে কলেজে সবথেকে বড় আনন্দদায়ক ছিল কলেজ ফেস্ট - আনন্দদায়ক 2k22। যদিও এই ফেস্ট উদ্ভেজনা ছিল ৪ দিন ধরে, কিন্তু এর উদ্ভেজনা ছিল ১ মাস আগে থেকে। তবে শুধু ফেস্ট না। কলেজ শুরু হওয়ার কিছু মাসের মধ্যেই আয়োজিত হয়েছিল কলেজ ফ্রেসার্স। লকডাউনে অনলাইন ফ্রেসার্সের খামতি মিটিয়ে দিয়েছিল অফলাইন ফ্রেসার্স। বেশ জমজমাট একটা ব্যাপার ছিল। সিনিয়র জুনিয়র শিক্ষক শিক্ষিকাদের সমাবেশে একটা সুন্দর দিন কেটেছিল।

সেই দিনের ভালোলাগা ও খুশির আমেজ এখনও মনে গেঁথে আছে। ফ্রেসার্সের আমেজ কাটতে না কাটতেই চলে এসেছিল ক্লাস টেস্ট। সবার মধ্যে তখন পড়াশোনা নিয়ে উদ্ভেজনা, টেনসন। ভালোভাবেই ক্লাস টেস্ট শেষ হওয়ার পর শুরু হল সেই বিশাল প্রস্তুতি। যে জিনিসটার জন্য কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শুরু করে শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রত্যেকেই খুব উত্তেজিত ছিল। দেখতে দেখতে চলে এল সেই বিশেষ দিন। টানা ৪ দিনের এই ফেস্ট এ ছিল নানারকম গেমস ও বিনোদনের ব্যবস্থা। প্রথম দিন শুরু হল ভলিবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দিয়ে। তারপর একে একে ছবি আঁকা,

ফটোগ্রাফি, শর্ট ফিল্ম বানানো, কবিতা, বিট ব্লগিং, ট্রেসার হান্ট, ফেস পেটিং এরকম নানারকম প্রতিযোগিতা দিয়ে প্রথম দিন খুব মজার সাথে কাটল। শুধুমাত্র আমাদের কলেজের ছাত্রছাত্রীরাই না, এইসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল অন্যান্য কলেজের ছাত্রছাত্রীরাও। দ্বিতীয় দিনও একইরকম উদ্ভেজনায় সাথেই কাটল। ফুটবল টুর্নামেন্ট, স্ক্যাশন শো, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, কার্টুন ডিজাইনিং, রাঙ্গোলি সজ্জা, গান ও স্ট্রিট প্লে এসবের মধ্যে দিয়ে দেখতে দেখতে কেটে গেল দ্বিতীয় দিন।

তবে এই ৪ দিনের ফেস্টেরও বিশেষ আকর্ষণ ছিল শেষ ২ দিন। তৃতীয় দিন শুরু হল ফুটবল টুর্নামেন্ট, গান ও নাচের প্রতিযোগিতা দিয়ে। তারপর একে একে দ্য ওয়াচ ও ফেস্ট - মি. এবং মিস. ব্রেইনওয়ার, র. যাপ, স্ট্যান্ডউপ কমেডি, ডাস পারফরমেন্স, তাল - ব্যান্ড পারফরমেন্স। এরপর কলেজের গার্লস জর্ডিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি ব্যান্ড এপিটাক ও রিজেক্টেড পারফরম্যান্সে পুরো কলেজ ফেস্টে অংশগ্রহণ করেছিল। দেখতে দেখতে শেষের পথে কলেজ ফেস্ট। তবে শেষ দিনের প্রোগ্রাম কলেজের বাইরে ডিএনএস ক্লাব গ্রেগাউন্ড,

মধ্যমগ্রামে, আয়োজিত হয়েছিল। ফকিরা ও TRAP এর মতো নাম করা ব্যান্ড এসেছিল পারফর্ম করতে। সেই বিকেলের কথা ব্রেইনওয়ারের প্রত্যেকটা ছাত্রছাত্রীর মনে এখনও বিরাজমান, এটা হবক করে বলা যায়। ফকিরা এর সুরে তালে ভেসে গিয়েছিল পুরো কলেজ। সেই মুহূর্তে যেন সবাই কোনো বলিউড সিনেমার মতো এই মিউজিক কনসার্টের অংশ ছিল। সেই সময় ছিল না কোনো পরীক্ষার টেনসন, ছিল না এসাইনমেন্টের চাপ। কলেজের সবথেকে ভালো মুহূর্ত কেটেছিল ওই দিনটাতেই। সবকিছু ভুলে গিয়ে বন্ধুদের গলা জড়িয়ে সুরের তালে তালে আমাদের নাচ, হাসি, সেলফি। কলেজ জীবন শেষ হওয়ার পর যখন মন খারাপ করবে তখন এই সুন্দর মুহূর্তগুলোকে ধরেই আবার ফিরে যাব পুরানো দিনে।

এসবের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে আসছিল সিনিয়রদের কলেজের শেষ দিন। এছাড়াও আছে ফাইনাল সেমিস্টার পরীক্ষা, প্রেসেনটেশন। তার মধ্যেই শুরু হল ফেয়ারওয়েলের আয়োজন। তবে এই বছরে সিনিয়রদের সাথে সাথে ফেয়ারওয়েল দিতে হয়েছে আমাদের সবার প্রিয় স্যার অর্পণ বসু কেও। ফেয়ারওয়েল শব্দটার মধ্যেই কোথাও যেন একটা মন খারাপ লুকিয়ে থাকে। তবে উপায় নেই মানুষের ধর্মই এগিয়ে যাওয়া। তাই মন খারাপকে দমিয়ে রেখে শুরু হল ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠান। সিনিয়রদের কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা, স্যার ম্যামদের সাথে কাটানো মুহূর্তের কথা এবং নানা পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল দিন। তবে যতই অনুষ্ঠান শেষের পথে এগালো সেই দমিয়ে রাখা মন খারাপ চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসল।

শেখার মতো এই মিউজিক কনসার্টের অংশ ছিল। সেই সময় ছিল না কোনো পরীক্ষার টেনসন, ছিল না এসাইনমেন্টের চাপ। কলেজের সবথেকে ভালো মুহূর্ত কেটেছিল ওই দিনটাতেই। সবকিছু ভুলে গিয়ে বন্ধুদের গলা জড়িয়ে সুরের তালে তালে আমাদের নাচ, হাসি, সেলফি। কলেজ জীবন শেষ হওয়ার পর যখন মন খারাপ করবে তখন এই সুন্দর মুহূর্তগুলোকে ধরেই আবার ফিরে যাব পুরানো দিনে।

এসবের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছিল সিনিয়রদের কলেজের শেষ দিন। এছাড়াও আছে ফাইনাল সেমিস্টার পরীক্ষা, প্রেসেনটেশন। তার মধ্যেই শুরু হল ফেয়ারওয়েলের আয়োজন। তবে এই বছরে সিনিয়রদের সাথে সাথে ফেয়ারওয়েল দিতে হয়েছে আমাদের সবার প্রিয় স্যার অর্পণ বসু কেও। ফেয়ারওয়েল শব্দটার মধ্যেই কোথাও যেন একটা মন খারাপ লুকিয়ে থাকে। তবে উপায় নেই মানুষের ধর্মই এগিয়ে যাওয়া। তাই মন খারাপকে দমিয়ে রেখে শুরু হল ফেয়ারওয়েল অনুষ্ঠান। সিনিয়রদের কলেজ জীবনের অভিজ্ঞতা, স্যার ম্যামদের সাথে কাটানো মুহূর্তের কথা এবং নানা পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল দিন। তবে যতই অনুষ্ঠান শেষের পথে এগালো সেই দমিয়ে রাখা মন খারাপ চোখের জল হয়ে বেরিয়ে আসল।

শুধু ফ্রেসার্স, ফেস্ট, ফেয়ারওয়েল না এবছর ইন্ড্রীল ডিজিটেল ও এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। চিত্রাবাণী ফিল্ম সেন্টার, টেলি সিনে অ্যাওয়ার্ড, টিমিংস অফ ইন্ড্রীলার মতো জায়গায় ঘুরে আসল ইন্ড্রীল ডিজিটেল কিভাবে কাজ হয় তার আভাস পেয়েছি। কলেজ আমাদের জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্টেজ। এখানে আমাদের নতুন নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হয়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় আমরা। কলেজ আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দেয়। যেগুলো পরবর্তীকালে আমাদের জীবনে বড়ো হতে সাহায্য করে। তাই যতদিন কলেজে আছি আমরা চেষ্টা করবো নিজেদের পুরোটা দিয়ে এই কলেজ জীবনকে উপভোগ করার।

Restorative Justice: A way to transforming lives?

as the role of media in it. According to Dr Zehr, the 3 Rs: respect, responsibility and relationship, actually function in successful restorative justice modules, can be ways to transform the lives of victims, offenders and the community at large. He said it's not about forgiveness but about restoring lives. The session was most interesting and Dr. Paranjay Bordoloi added his points of view, making it a multidimensional interaction. Students and faculties of the Media Science and Journalism and the Law departments took part in the webinar and engaged in an interactive session with the speakers. Both Dr Zehr and Dr Bordoloi patiently clarified all the doubts and queries. This informative and impactful session was really inspiring. It has been a huge success on the part of the department to organise such webinars with a highly distinguished and renowned guest speaker and other excellent speakers. We are looking forward to more such interesting and informative events in the department.



Chitrabani Film institute : Industry Visit



Tele cine awards : Industry visit

A warm send-off to our seniors

Shreya Saha

Farewell: The very word brings tears to our eyes. The day everyone is sad as the shared journey of years of our beloved seniors comes to an end, but at the same time it is also an occasion to be happy that this end of years has a new beginning that is equally exciting.

I don't know where to start; our seniors were the most caring, loving and very helpful ones we ever had. Meeting them right after this pandemic was really exciting and their faces exuded a warm, welcoming smile when we first arrived at the university campus. They have guided us from the first day of college to understanding lectures, how to ease the struggle with our study and exams. They also taught us how to cope with this new environment and made campus life easier for us. From planning the Freshers' welcome for our juniors to enjoying the college

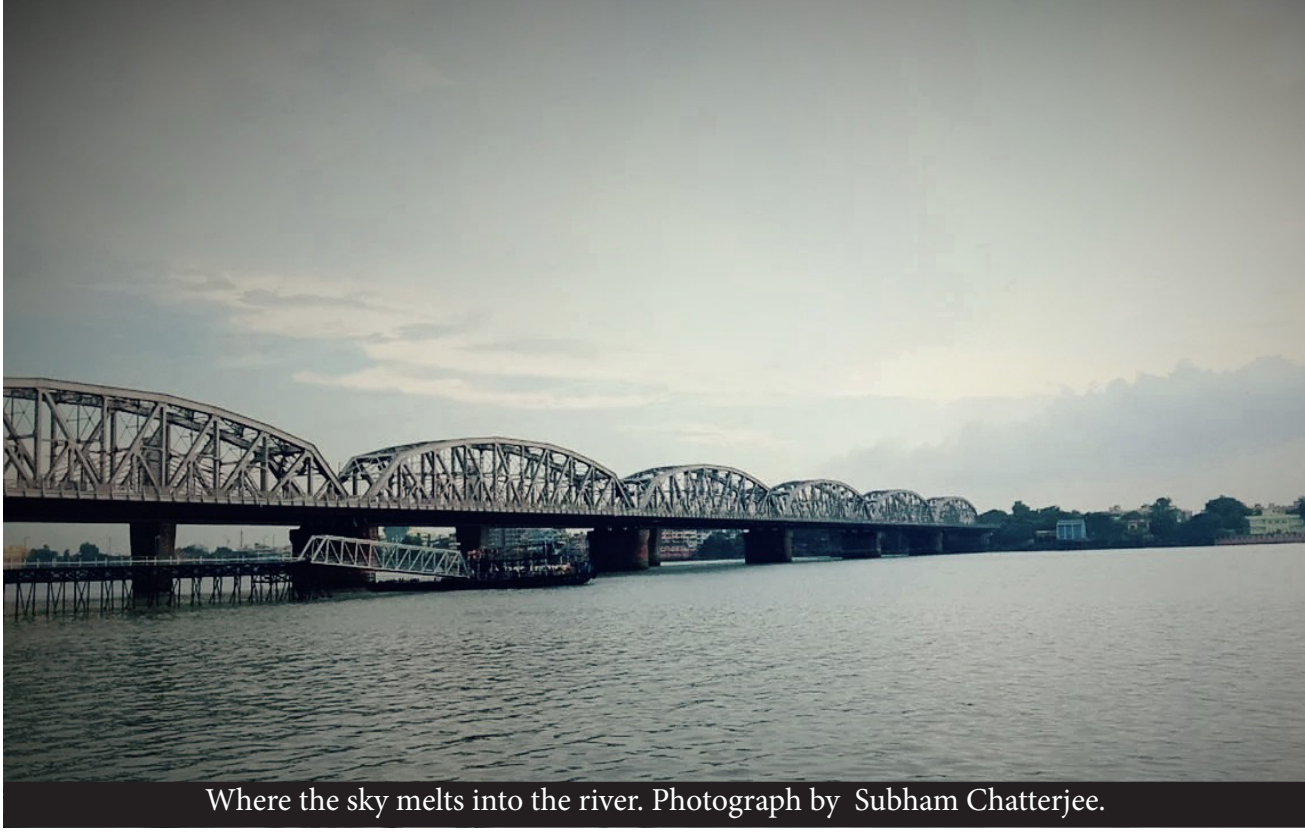
fest together we had a great time with them. We will never forget our seniors and cherish those memories forever. It's quite hard to say goodbye to them. But we all tried our best to make the farewell programme very special for them. This was followed by a sweet song sung by juniors and some dance performances followed. Next, our teachers spoke and mementos were given to the outgoing students. All the seniors spoke on their journey during these years in college. The air was charged with emotions and nostalgia. And it ended with a wonderful performance by our student's band. Hopefully we have been able to make this day very special for them too, as they leave the university with cherished memories. The college journey may have ended but the bond and memories which we had created with them will endure. We will keep them in our hearts forever. Our best wishes will always be there with them. Wishing them all the very best for their new beginning towards a greater goal. I hope we shall meet them some where in a new way in future.



চিঠি

শ্রেয়সী ঘোষ
শ্রীচরণেশ্বর,
আশা করি সব কুশলেই আছে...
এমন পুরোনো দিনের অনেক কথাই তো মনে পড়ে,
কিন্তু লেখার সময় কই।
আর সময় যদিও বা থাকে
তা শুধু ফোন চালিয়েই চলে যায়।
একদিন মনে করে একটা লিখেই ফেললাম।
সে বেশ কয়েক পাতা জুড়ে হবে।
লিখতে লিখতে মনে হলো, উই এটা তো বেশ লেখার মতোন হচ্ছে না।
এটা ঠিক কবিতার মতোও না, আবার ঠিক গল্পের মতোও না।
তাহলে কি এটা গান? ধুর, এতে সুর কই।
তাহলে কি এটা ছড়া? নাহ, এতে তো আতা গাছে তোতা পাখির মতো কোনো ছন্দই নেই।
উমমম তাহলে...
মনে হয় উপন্যাস লিখে ফেলেছি।
আরে নানা আমি কি আর রবি ঠাকুর নাকি বঙ্কিমচন্দ্র যে উপন্যাস লিখতেন, আমি তো আমিই।

শ্রীপাহুর 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধের ফাউন্টেন পেনটাও ছিল ঠিক ততটাই দামি, "কলমও একদিন খুনি হতে পারে বইকি"।
খুনি তো হয়েছিল বটেই।
আজ খাতা আছে, কলম আছে, কলমে কালিও আছে
নেই শুধু সেকালের প্রতিচ্ছবি, যখন একটার পর একটা পড়তো ডাক বাসে, আর পিওনে সেগুলি বিলি করে আসতো বাড়ি বাড়ি।
শুধু বাড়ি বাড়ি বললে ভুল হবে, জানিনা যেত আরও কত দূর দূরান্তে।
না জানি কত অজানা মানুষের অজানা কাহিনী ছিল তাত্ত সেগুলি জাগে কোঁতুহলে।
এখন দোয়াত নেই, কালি নেই, নেই কোনো ডাকটিকিট।
নেই এমনকি বাড়ি বাড়ি বিলি করা পিওনের ডাকও
নেই কোনো অজানা অনুভূতি।
নেই কোনো সাদা পাতায় রক্তে লেখা-
কত জনের কাকুতি-মিনতি...
এসবই ভাবতে ভাবতে...
ও হ্যাঁ, ঠিকানাটা যেন কি ছিল!
সুভাষপত্রী, কলকাতা, ১০০২২৯।



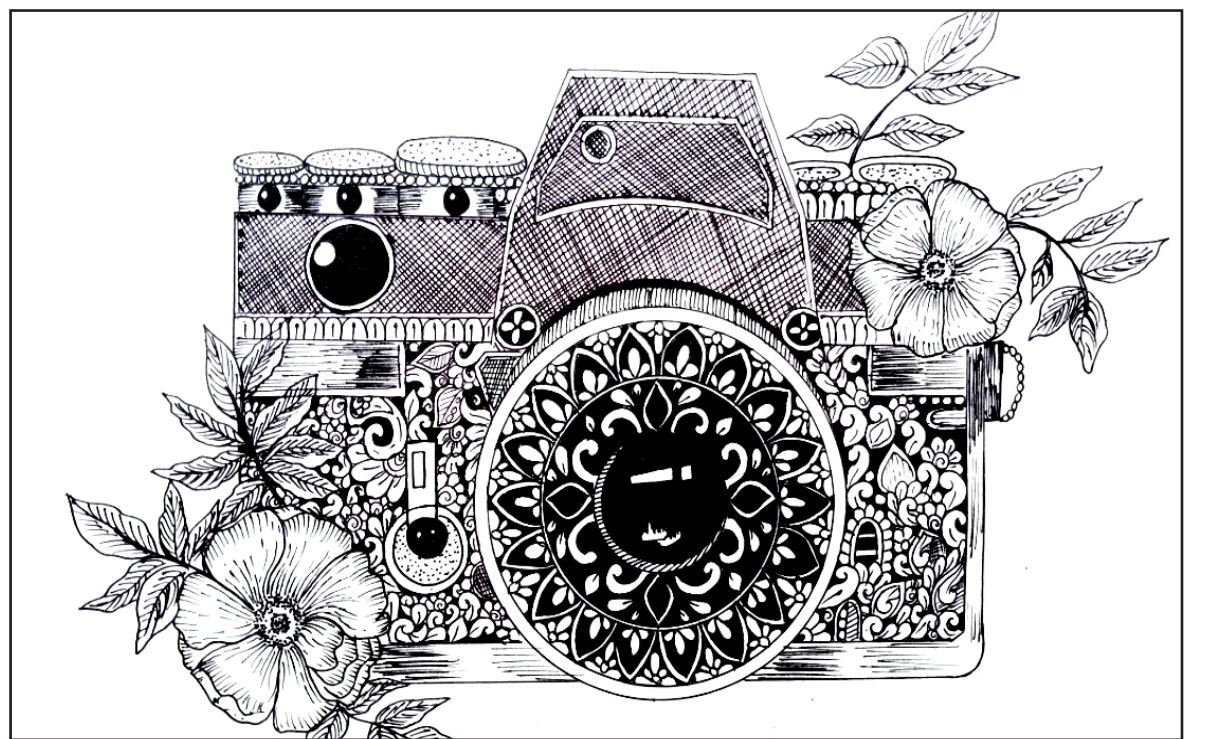
Where the sky melts into the river. Photograph by Subham Chatterjee.



এই চেনা শহর ~ শর্মিষ্ঠা হাজারা



On wings of flight. Photograph by Debkanta Banerjee



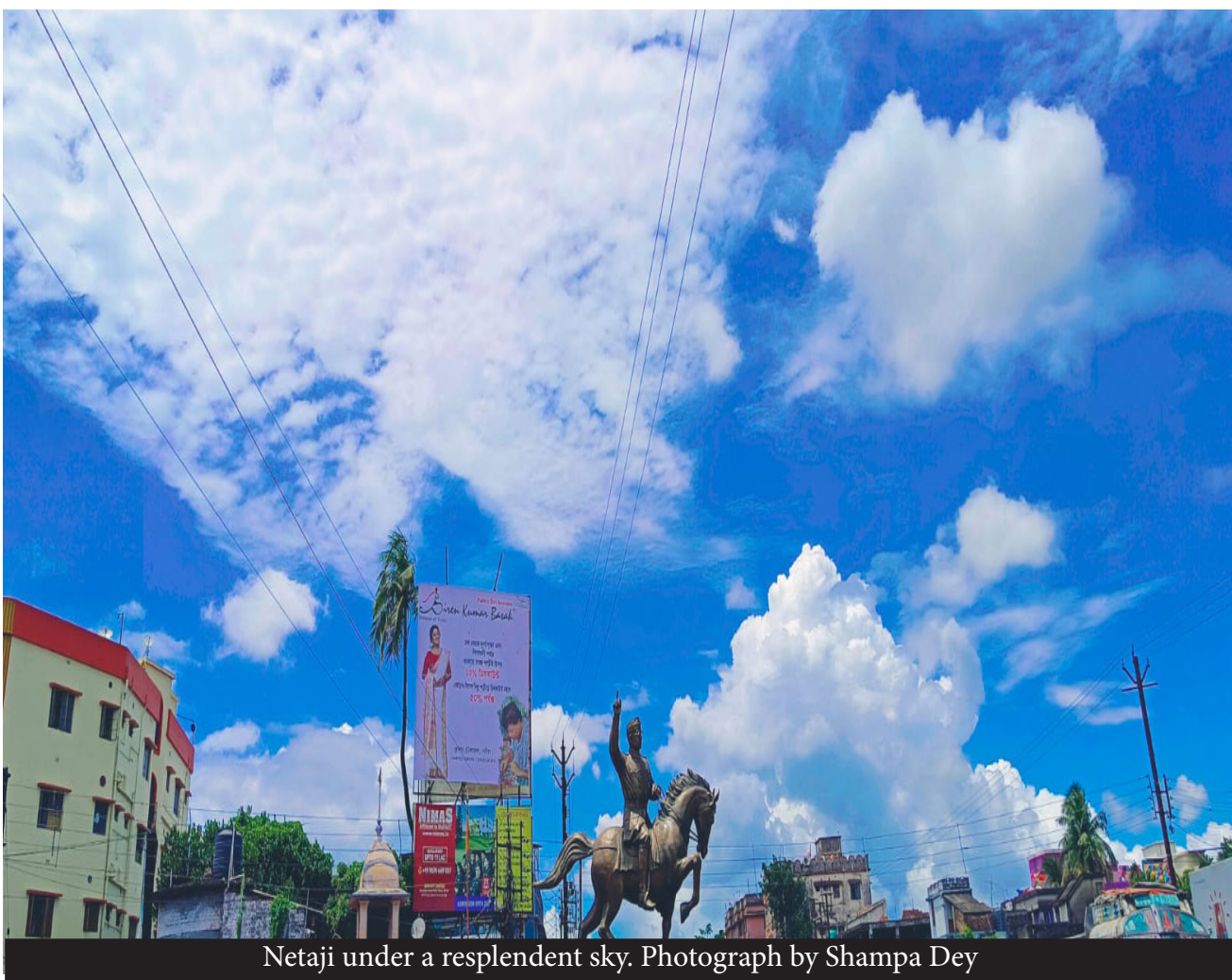
Cherish beautiful moments with this camera. Mandala sketch by Diya Mistry



The whitish beauty. Photograph by Sheuli Mondal



A flautist seeks alms on a busy street. Photograph by Taatparjyo Moitra



Netaji under a resplendent sky. Photograph by Shampa Dey



The wisdom of age. Photograph by Kaustav Deb

An informational visit to The Times of India office

Payal Dhauria

An Industrial visit organised by Brainware University gave an opportunity to the students of Media Science and Journalism, to experience the ins and outs of the Times Of India office located in S.N Banerjee road, Kolkata.

Since the claws of the pandemic are still looming over us, the Times Of India resident was generous enough to allow 6 students at a time in the office and this 6 batch of students were accompanied by Dr. Shatabdi Som, HOD of the Department and Adjunct Professor, Mrs. Sudipta Bhattacharjee, who has a big hand behind this successful industrial visit. After hours long journey that went by really quickly because of

the excitement and a little bit of confusion, in order to find the office, we reached there by 4:00 in the evening. The smell of coffee was looming in the air upon entering the office and we were welcomed by a beautiful ancient style painting.

After a warm welcome and introduction by the Regional Editor, Keshav Pradhan, he very kindly showed the batch of students around the entirety of the office, himself. He introduced us to the different branches present in the office, but the usually busy office was only partially filled due to a lot of people working from home because of the enforcement of the hybrid mode.

Industrial visits' main goal is to make the students like us aware of

the practical aspect of the industry with the theoretical one that we are getting taught in our classes.

With the help of this visit, we got to know about the new technologies that get used in order to make newspapers, one of the Sub-Editor gave us a detailed rundown of the software of CCI. The software is easy to use, monitor and very transparent, it also allows multiple people to work on the same page that making the work easier.

Every college student wants to make an earning after college and visits like this are a great way to give us the kick start that we require. It helped us build a connection with the industry in which we will work in the future.



গঙ্গার বুকে হঠাৎ দেখা!



প্রীতম দাস- সুমন ঘোষ

শিউলি মন্ডল

রেলগাড়ির কামরায় হঠাৎ দেখতে পাওয়া রবি ঠাকুরের কবিতার প্রাণ্ডীনের থেকে কম কিছু রোমাঞ্চকর নয় হঠাৎ করে নিজের প্রিয় ইউটিভার-দের দেখা পাওয়াও। ২০১৭-এ শুরু হওয়া একটি নতুন ব্যান্ড, যা নিয়মিত ব্যান্ডের 'রক কালচারের' বাইরে গিয়ে নতুন পরিভাষায় শুরু করল পথ চলা। শুরুটা সহজ না হলেও পরিচিতি আসতে খুব বেশি দেরী হয়নি। ২০১৯-এই ইউ টিভি নেস্ট্রট আপে সেরা দশ ইউ টিভি চ্যানেলের মধ্যে স্থান করে নেয় ব্যান্ডটি। তারপর থেকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। কৃতী রায়, প্রীতম দাস আর সুমন ঘোষের কাঁধে ভর করে অনবরত এগিয়ে চলেছে

'তালপাতার সেপাই'। সময়ের সাথে এসেছে "মধ্যরাত্তে" "ট্রেনেদের ঠিকানা" যেগুলো দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে জিতে নিয়েছে ভিনদেশি শ্রোতাদের মন। "আমি শুধু খুঁজেছি আমার" বা "হাল না ছাড়ার দলে" মানুষকে শিখিয়েছে জীবনের আশা। একইভাবে "সোনার কাঠি" বা "হৃদয়া" পাঠ পড়িয়েছে প্রেমের। ২০২০-তেই আসে প্রথম ওয়েব সিরিজ প্লে ব্যাকের সুযোগ। এবারেও তালপাতার সেপাইয়ের "অগোছালো মন" জয় করে নেয় সকলকে। পরিচিতির সাথে-সাথে ২০২১-এ আসে রিয়েলিটি শো "দাদাগিরি"-র ডাক। প্রথম বারেই প্রীতম-সুমন জুটির হাতে উঠে আসে বিজয়ের ট্রফি। এ ছেনে উঠতি ইউ টিভিবার-রা যে অনেকেরই প্রিয় হবেন,

তা তো সহজেই অনুমেয়। তবে হঠাৎ করেই যে গঙ্গার বুকে যে কোনও লক্ষ্যে সাধারণ দুটি ছেলের বেশে তাঁদের পাওয়া যাবে, তা তাঁদের যে কোনও ভক্তের কাছেই বাড়তি পাওনা বই কি! মাথা আকাশ ছুঁলেও পা যে মাটিতে রেখেই চলা যায়, তা এই দুজনের ব্যবহারেই টের পাওয়া যায়। দুজনের গন্তব্য তখন পরবর্তী মিউজিক ভিডিওর জন্য কোনও অচেনা জায়গা। জায়গার নাম জিজ্ঞেস করতে মুচকি হেসে প্রীতমের উত্তর, "ওটা সিক্রেট থাক।" ট্রেন চুকতেই তাতে করে সেই "সিক্রেট" গন্তব্যে পারি দিলেন তালপাতার সেপাইরা। তবে তাঁদের সাথে এই ক্ষণিকের আলাপ মূল্যহীন স্মৃতি হয়ে রয়ে গেল তাঁদের এক সেপাইয়ের মনে।

Seven-wicket victory by England levels series with India

Rahul Mondal

After a successful IPL tournament, India is now touring England. There is still concern about the team's line-up and stability, as was evident in the first test match against England.

In the previous international matches, India was wobbling. However, the concern persists that Virat Kohli has been out of form for quite some time. It is also accompanied by captain Rohit Sharma. Currently, these two major scorers of the team are the lowest scorers. There is still a problem with the middle order. Social media is rife with criticism. There is no solution in sight, however.

As of now, Rishabh Pant has scored 146 runs in the first innings and 57 runs out of 86 balls in the second innings of the recent test matches against England. After completing his century out of 190 balls in the first innings, Ravindra Jadeja is also the second highest scorer. The English seem to be at the top of their game. Johny Bairstow nails it. He was on his fourth consecutive century. In the first innings, he scored 106 out of 140 and in the second innings, he scored 114 not out. Aside from his 142 and 173 runs, Root was spectacular from both ends. He took 5 wickets for England in the first innings. Ben Stokes took 4 wickets in the second innings, giving only

33 runs. However, India's second innings was pathetic. England won the match by 7 wickets.

As a team, India seemed to struggle throughout the match. Apart from Pant and Jadeja, no one else seemed to take charge of the situation. Since Kohli is out of form, team India cannot even rely on their openers or top-order batsmen. Many people are claiming that the Indian team is low on confidence, but that seems inappropriate because some of them are performing really well. The positive side is that India is giving opportunities to the youngsters. But whatever the case, India needs to bounce back in the upcoming tournaments.



Team India celebrating the dismissal of Ben Stokes

Anek : The attempt of representation



Payal Dhauria

A simple attempt to portray the complexities that had been bubbling in the seven sisters states, Anek is an action thriller film directed and written by Anubhav Sinha tries to put forward the difficult and complicated history and relation of the North-east states of India. The director wants to drive home the dilemma of what is morally correct and your duty demands, rebellion and a story of bloodshed.

The movie, first of all, went wrong when it mentioned all the seven north eastern states as a "mainland", despite the states having their separate identities and history of issues, riding on the same viewpoint of how most of India sees the Seven Sisters. This movie's

goal is to prevent the North Eastern States from alienation but loses its purpose if all the different states are shown as one.

Despite of the stunning cinematography, showing the awe-worthy visuals of the north-east's rich nature with cleverly shot scenes of comparison of the lives of people living in the region and including a remotely good cast, of Ayushmann Khurrana as an undercover cop Joshua, Andrea Kevichusa, as her debut in Bollywood, did a good job at portraying a boxer aspiring to represent India in the role of Aido and Manoj Pahwa, a gem of Bollywood, stealing every scene he was in, the movie still gained an average audience rating.

The storytelling of the movie loses authenticity

when it offers the audience too much information to digest. Instead of focusing on one region's problem, the movie tries to clutch more than it is possible and ends up making a mess, trying to represent the issue of insurgency, political games, inter and intra region conflicts, duty conduct, values and aspirations with overly dramatised and one the face scenes that feel more like a lecture than a message.

The intention behind using 'tries' priorly refers to the fact that this movie was advertised as something that has never been done before but yet if the subject matter is not presented correctly then it rightfully hurts the sentiments of the people it is supposed to be representing and unfortunately the outcome of Anek is the same.

Rocketry : The Nambi effect

Moupiya Maity

STORY: The story of the film begins with a flashback where Nambi and his family are repatriated after being accused of espionage. After this, his full story is shown how he turns from brilliant student to scientist and then gets caught in espionage charges. You will have to watch the film to know the story beyond this. The best point of the film is its climax where scientist Nambi Narayanan himself comes and answers some questions and leaves the audience stunned.

ACTING: Madhavan has tried his best to look like Nambi. For this, he has worked hard not only on looks but also on emotions. He has copied the style of Nambi and his acting in emotional scenes is commendable. The special thing is that he did all this while handling the film's direction, production and writing. Simran plays the role of Narayan's wife, Meera. Simran has shown by living what happened to Nambi and how it affects a housewife directly connected with Indian society. Rest of the cast has given full support to Madhavan but it has to be said that the film rests completely on Madhavan's shoulders.

WRITING OR DIRECTION:

In the beginning, the story of the film seems a bit complicated, because science has been mentioned more here. But as you get attached to Nambi's story you will start liking this movie. Especially after the interval when Nambi tries to prove his innocence by erasing the allegations of espionage leveled against him. The film seems difficult to understand somewhere. Especially when it comes to science. The rest is no particular shortcoming.

MUSIC: In the name of music, the film has two songs named Behne Do and Aasmaan. The rest is focused on instrumental music and background score. Sam CS's background music plays well according to the situation.

SEE WHY AND WHY NOT: This film is a must watch once so that we can know the story of Nambi Narayanan. Every frame and every scene of this movie, Madhavan has tried to make it exactly the same as it happened with Nambi Narayanan. Nambi Narayanan himself has been associated with the making of this film from the beginning. If you have the courage to face the truth, So definitely watch this movie. The film must be seen by all those youths who want to do something for the country but are afraid of troubles.

